



৩৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে

বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

## জনাব তারেক রহমান

কর্তৃক জাতির সামনে উপস্থাপিত

রাষ্ট্রী কাঠামো মেরামতের

# ৩১ দফা



বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি



## রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা - ৩১ দফা

(সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত)

বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও প্রত্যয় নিয়ে অগণিত শহীদের প্রাণের বিনিময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল, দেড় দশক ধরে সেই রাষ্ট্রের জনগণ আজ অধিকারহীন, রাষ্ট্রের মালিকানা আজ আর তাদের হাতে নেই। সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত অগণতান্ত্রিক, সর্বগ্রাসী, কর্তৃত্ববাদী সরকার ‘বাংলাদেশ’ নামের রাষ্ট্রের অপরিহার্য মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে। অনতিবিলম্বে এই ধ্বংস প্রাপ্ত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত ও পুনর্গঠনের কোন বিকল্প নেই।

জনগণের হাতে রাষ্ট্রের অধিকার আর মালিকানা ফিরিয়ে দিতে প্রয়োজন একটি অবাধ, সুরু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তির জয়লাভ, আর এরই পূর্বশর্ত অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিষ্ট সরকার অপসারণের আন্দোলনে সফলতা পরবর্তীতে সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি “জনকল্যাণমূলক জাতীয় ঐকমত্যের সরকার” প্রতিষ্ঠা। সরকারের প্রাথমিক কাজ হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত ও পুনর্গঠন।

ঐকমত্যের জাতীয় সরকার (National Government of Unity) যে সকল রাষ্ট্র রূপান্তরমূলক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করবে তা নিম্নরূপ:-

১.

### সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন:

ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার অসৎ উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সরকার গত দেড় দশকে সংবিধানে অসংখ্য অগণতান্ত্রিক, উদ্দেশ্যমূলক ও অযৌক্তিক সংশোধনী সংযুক্ত করেছে। প্রস্তাবিত সংবিধান সংস্কার কমিশন সেই সব বিতর্কিত সাংবিধানিক সংশোধনী ও পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে জনগণ ও রাষ্ট্রের জন্য নির্বাচিত আইনসভায় পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাব করবে। এইসব প্রস্তাবসহ সর্বশেষ সংশোধনীতে বাতিলকৃত গণভোট (Referendum) ব্যবস্থা পুনরায় সংবিধানে সংযুক্ত করে জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

২.

## সম্প্রতিমূলক সমন্বিত রাষ্ট্রসভা (Rainbow Nation) প্রতিষ্ঠা ও “National Reconciliation Commission” জাতীয় সমন্বয় কমিশন গঠন:

হিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে সকল মত ও পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন ও সম্প্রতিমূলক সমন্বিত রাষ্ট্রসভা “Rainbow Nation” প্রতিষ্ঠা করা হবে। যা বাস্তবায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা ও বোৰাপড়ার ভিত্তিতে ভবিষ্যতদণ্ডী এক নতুন ধারার সামাজিক চুক্তি (Social Contract) আবশ্যিক এবং সেই লক্ষ্যে একটি “National Reconciliation Commission” (জাতীয় সমন্বয় কমিশন) গঠন করা হবে।

৩.

## নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন:

গণতন্ত্র রক্ষা ও জনগণের ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সর্বোচ্চ স্বচ্ছ ও প্রত্বাবহীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে একটি নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হবে।

৪.

## রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা:

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমন্বয় করা হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি সুসংহত করতে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার নির্বাহী ক্ষমতা এবং সংসদ ও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের অধিক্ষেত্র, দায়িত্ব ও ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করা হবে।

## প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময়সীমা নির্ধারণ:

এক নাগাড়ে দীর্ঘ দিন ক্ষমতাসীন থাকার সুযোগে সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যান্য বিকাশ প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী পদে কেউই পরপর দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৫.

## আইন সভায় উচ্চকক্ষের প্রবর্তন:

বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অঙ্গুরুক্তির লক্ষ্যে প্রথিতযশা ও অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, পেশাজীবি, রাজনীতিবিদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগীতাঙ্গনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদে “আইনসভার উচ্চকক্ষ” (Upper House of the Legislature) প্রবর্তন করা হবে।

৬.

## সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন:

সংসদীয় ব্যবস্থার অধিকতর গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধন বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয় ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবেচনা করা হবে।

৭.

## নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংশোধন:

স্বচ্ছ, অশুভ প্রভাববিহীন, অংশগ্রহণমূলক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় সক্ষম এমন দক্ষ, গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত, প্রতিনিধিত্বশীল এবং গ্রহণযোগ্য বিশিষ্টজন ও প্রতিষ্ঠানের অভিমতের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালা সংশোধন করা হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন ২০২২, সংশোধন এবং RPO (The Representation of the People Order) জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ/আইন, Delimitation Order (নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ আইন) সংস্কারসহ ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ বাতিল করে কাগজের ব্যালটে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবস্থা বাতিল করা হবে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৯.

## স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন:

সকল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনআস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলীয়করণের উর্ধ্বে রেখে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্গঠন করা হবে। সংসদীয় কমিটিতে যথাযথ শুনানি ও Vetting (মতামত ও অনুমোদন) সাপেক্ষে এই সকল প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারণী ও সর্বোচ্চ নির্বাহী পদসমূহে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

১০.

## জুডিশিয়াল কমিশন গঠন, সুপ্রীম জুডিশিয়াল কার্ডিনিল পুনঃপ্রবর্তন ও সংবিধানের আলোকে বিচারপতি নিয়োগ আইন প্রণয়ন:

বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিচার বিভাগ প্রথকী ও স্বতন্ত্রকরণ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের ১৯৯৯ সালের নির্দেশনার আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। বর্তমানের দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রশ্নবিদ্ধ বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের শেষ ভরসাস্থল হিসাবে বিচার বিভাগের ঐতিহ্য ও মহিমা সমৃদ্ধত রাখার লক্ষ্যে একটি “জুডিশিয়াল কমিশন” গঠন করা হবে।

জুডিশিয়াল সার্ভিসের নিয়ন্ত্রক হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় থাকবে। সংবিধানের সুরক্ষা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে অভিশংসন প্রশ্নে সংবিধান বর্ণিত পূর্বেকার “সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল” পুনঃপ্রবর্তিত হবে। কেবলমাত্র প্রজ্ঞা, কঠোর ও আপোষহীন নীতি ও বিচার বোধ, সুনামের কঠোর মানদণ্ডের ভিত্তিতেই উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ হবে। এ জন্য সংবিধানের নির্দেশনা অন্যায়ী সুনির্দিষ্ট ঘোষ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত “বিচারপতি নিয়োগ আইন” সংশোধন করা হবে।

**১১.**

## প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন:

সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ জনগনের সেবক, প্রভু নন-এই উপলক্ষ্মির আলোকে দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও পরিষেবা প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে “প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন” গঠনের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হবে। মেধা, সততা, স্জুনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণেই হবে বেসামরিক এবং সামরিক প্রশাসনে নিয়োগ-বদলী ও পদোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি।

**১২.**

## মিডিয়া কমিশন গঠন:

দেশের অবক্ষয় প্রাপ্ত প্রাচার মাধ্যমে সততা, স্বাধীনতা ও বস্তুনির্ণিত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি, অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান, ও গ্রহণযোগ্য মিডিয়া ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে মিডিয়া কমিশন গঠন করা হবে। ICT Act 2006 এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও Digital Security Act 2018 বাতিল করা হবে। সকল সাংবাদিক নিয়াতন ও হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে।

**১৩.**

## দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ন্যায়পাল নিয়োগ:

আপোষহীন মানসিকতায় দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বাত্মক কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিগত দেড় দশক ব্যাপী সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার দুর্নীতি, বিদেশে অর্থ পাচারের অনুসন্ধানী শ্বেতপত্র প্রকাশ, দায়ী ব্যক্তিদের

বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আত্মসাহ ও পাচারকৃত অর্থসম্পদ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। সংবিধান অনুযায়ী “ন্যায়পাল” নিয়োগ করা হবে।

## ১৪.

### **সর্বস্তরে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা:**

সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান ঘটানো হবে। সুনির্দিষ্ট মানবিক উভিতে মানবাধিকার কমিশনকে পুনর্গঠন ও কার্যকর করা হবে।

“Universal Human Rights Charter” অনুযায়ী মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা হবে।

ইতোপূর্বে সংঘটিত সকল বিচারবহির্ভূত হত্যা, তথাকথিত ক্রসফায়ারে নির্বিচার হত্যা, গুরু, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, নির্মম শারীরিক নির্যাতন, নির্ঠুর ও অমানবিক অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা এবং নির্যাতিত ও সংক্ষুরদের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করা হবে।

## ১৫.

### **অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন গঠন:**

মহান মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আলোকে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সুষম বন্টনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ করা হবে।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ ব্যাংকার, পাঁজিবাজার ও বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি, অর্থ প্রশাসনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে “অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন” গঠন করা হবে।

সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশনগুলো কার্য পরিধির আওতায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুপারিশ/প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন যাতে জাতীয় সংসদে অনুমোদন ও নির্বাচিত সরকারের দ্বারা সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

১৬.

## ধর্মীয় স্বাধীনতার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা প্রদান:

“ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার” এই মূলনীতির ভিত্তিতে সকল ধর্মাবলম্বী অবাধে নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড় ও সমতলের ছোট-বড় (ক্ষুদ্র-বৃহৎ) সকল জাতিগোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম-কর্ম ও নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন এবং রাষ্ট্র তাদের জীবন, সম্মত ও অধিকারের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আক্রান্তের সকল ঘটনার সুবিচার নিশ্চিত করা হবে।

১৭.

## মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় শ্রমের ন্যায় মজুরী নিশ্চিত করা:

মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় রেখে পরিবর্তনীয় মল্য ভিত্তিক (Price Index Based) শ্রমের ন্যায় পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা হবে। শিশু শ্রম বন্ধ করা হবে। গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা হবে। চা-বাগান, চরাধুল, হাওড়-বাওড়, দারিদ্র পীড়িত ও উপকূলীয় অনগ্রসর অর্থনৈতিক অঞ্চলের বৈষম্য নিরসন এবং সুষম উন্নয়নকল্পে বিশেষ অর্থনৈতিক কমসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১৮.

## শিল্প, বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী খাত আধুনিকায়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা:

একটি আধুনিক, দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। এনার্জি খাতে দায়মন্ত্রিক আইন সহ সকল কালো আইন বাতিল করা হবে, জনস্বার্থ বিরোধী কুইক রেন্টাল ও ক্যাপাসিটি চার্জের ছত্রছায়ায় চলমান সীমাহীন দুনীতি বন্ধ করা হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে খনিজ জ্বালানী আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে নবায়ন যোগ্য ও মিশ্র শক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে এবং উপেক্ষিত তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিল্পখাত বিকাশে বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ করে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে। দেশে অবস্থানরত ও বাংলাদেশীদের

আমদানী বিকল্প রপ্তানীমুখী ও শ্রমঘন শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ, সুযোগ ও প্রগোদনা দেওয়া হবে। বন্ধ শিল্পসমূহ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী সমন্বিত শিল্প অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

## ১৯. জাতীয় স্বার্থের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করে বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন:

সকল বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দেয়া হবে। দেশের সীমানার মধ্যে কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্ম তৎপরতা সহ্য করা হবে না। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতায় কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহার ও রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের ইন প্রক্রিয়া রূপন্ধ করা হবে, শুধুমাত্র প্রকত সন্ত্রাসী চিহ্নিতকরণ এবং তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করা হবে।

## ২০. প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সকল বিতর্কের উদ্ধে রাখা:

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী, যুগেয়োগী, সুসংগঠিত ও সর্বোচ্চ প্রশিক্ষিতভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত সশস্ত্র বাহিনী শান্তি ও সমরে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। যে কোন পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সকল বিতর্কের উদ্ধে রাখা নিশ্চিত করা হবে।

## ২১. বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্বশাসিত ও ক্ষমতাবান করা:

দায়িত্ব ও কর্মক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর স্বশাসিত, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা হবে। প্রকৃত জবাবদিহিতার আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সকল পরিষেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে যেন আরো অধিকতর

কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রশাসন বা অন্য জনপ্রতিনিধির নির্বাচী আদেশের খবরদারি মুক্ত করা হবে।

**২২.**

## শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান:

প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি ও মর্যাদা অধিকতর দৃশ্যমান করা হবে। একই সাথে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শতভাগ নিরপেক্ষ নিবিড় জরিপের ভিত্তিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী শহীদদের একটি প্রকৃত তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। প্রকৃত তালিকার ভিত্তিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা যথাযথ ও প্রভাবমুক্ত প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাচাই করে একটি ত্রুটিমুক্ত তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

**২৩.**

## আধুনিক ও যুগোপযোগী যুব উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন:

যুব সমাজের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার বিবেচনায় একটি আধুনিক এবং যুগোপযোগী যুব উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। বেকারত্ব দূর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নানামুখী বাস্তবসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। যুব সমাজের কর্ম দক্ষতা (Skill Development) বৃদ্ধি করে আমাদের কর্মসূচ যুব জনশক্তির বিশাল ভাণ্ডারের “জনসংখ্যাগত লভ্যাশ্চ” (Demographic Dividend) অর্জনের লক্ষ্যে দৃশ্যমান প্রয়োগিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পুষ্টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সক্ষম ও কর্মদক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে। এক বছরব্যাপী বা কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত, যেটা আগে হবে সেই সময়কাল শিক্ষিত বেকারদের সহায়তা ভাতা প্রদান করা হবে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করা হবে।

## ২৪.

**নারীর মর্যাদা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ:** নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। জাতীয় সংসদসহ জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নারীর মত প্রকাশ, প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

## ২৫.

**চাহিদা ও জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্মত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা:**

চলমান লক্ষ্যহীন অদুরদশী ও মানহীন শিক্ষাব্যবস্থার বিদ্যমান নেইরাজ্যের বিপরীতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষা (Need Based Education) এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাকে (Knowledge Based Education) প্রাধান্য দেয়া হবে। দেশের জন্য উন্নয়ন সহায়ক লাগসই গবেষণা - বিশেষত কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দেয়া হবে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির ৫% শতাংশের কম হবে না। শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস, পেশী শক্তি, চাঁদাবাজী ও দখলদারী মুক্ত করা হবে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীর জীবন ও নারী শিক্ষার্থীর সন্ত্রম নিরাপদ রাখার সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

## ২৬.

**"সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই নীতির বাস্তবায়ন করা হবে:** "সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই নীতির ভিত্তিতে উন্নত কল্যাণকামী রাষ্ট্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার আলোকে সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যুক্তরাজ্যের National Health Service (NHS) বা এ জাতীয় সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage) এর আলোকে সকলের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন না হওয়া পর্যন্ত সবিধাবপ্তি হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আরো সম্প্রসারিত করা হবে। জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ জিডিপির ৫% এর কম হবে না। প্রাথমিক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত নারী ও পুরুষ পল্লী স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা করা এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা, শিক্ষা এবং গবেষণা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

## ২৭. কৃষকের উৎপাদন ও বিপণন সুরক্ষা দিয়ে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা:

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে। শস্য বীমা, পশুসম্পদ বীমা, মৎস্য সম্পদ বীমা, পোলিট্রি সম্পদ বীমা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন সুরক্ষিত নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা হবে। এজন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় প্রস্তাবকৃত প্রদান করা হবে। নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন, উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল বহুমুখীকরণ, কৃষি আধুনিকায়ন, কৃষি গবেষণা ও কৃষি শিক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কৃষি পণ্য বিপণনে মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের উৎপাত দমন করা হবে। উপজেলা পর্যায়ে কৃষি খামার গঠন ও হিমাগার স্থাপনে উৎসাহ দেয়া হবে। কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে। কৃষি ঋণকে কৃষকবান্ধব ও সহজীকরণ করা হবে। কৃষক পরিবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হবেন।

## ২৮. সড়ক, রেল, নৌ পথের আধুনিকায়ন ও বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা:

দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে সড়ক, রেল ও নৌ পথের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে সারা দেশে সমর্থিত ও বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। দেশের সমুদ্রবন্দর ও নৌ-বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

**୨୯.**

## **ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନଜନିତ ସଂକଟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୂର୍ଘୋଗ ମୋକାବିଲାୟ କାର୍ଯ୍ୟକର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ଶାସନ ଓ ଖାଲ ଖନନେର ଉଦ୍ଦୟୋଗ ଗ୍ରହଣ କରା:**

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନଜନିତ ସଂକଟ ଓ କ୍ଷତି ମୋକାବିଲାୟ ଟେକସଇ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର କର୍ମକୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରା ହବେ । ବନ୍ୟା, ଜଳୋଚ୍ଛାସ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାଡ଼ ଓ ଭୂମିକମ୍ପେର ମତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୂର୍ଘୋଗ ମୋକାବିଲାୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ଓ ସରଞ୍ଜାମ ସଂଗ୍ରହ କରେ ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ସକ୍ଷମତା ବାଢାନୋ ହବେ । ନନ୍ଦୀ ଓ ଜଳାଶୟ ଦୂର୍ଘ ବନ୍ଧ କରତେ କାର୍ଯ୍ୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଯା ହବେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଓ ଖରା ପ୍ରତିରୋଧେ ଖାଲ-ନନ୍ଦୀ ଖନନ ଓ ପୁନଃଖନନ କରମୁଣ୍ଡି ବାସ୍ତବାୟନ କରା ହବେ । ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦେର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ବନ୍ଧତ ଜରିପ ଓ ମଜୁଦେର ଭିନ୍ନିତେ ଆହରଣ ଏବଂ ଅର୍ଥାନୈତିକ ବ୍ୟବହାରେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଯା ହବେ ।

**୩୦.**

## **ତଥ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟୁକ୍ତି, ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନୟନ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରା:**

ତଥ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ଖାତକେ ବୈଶିକ ମାନେ ଉନ୍ନୀତ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ତାର ପ୍ରଯୋଗକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇବା ହବେ । ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଓ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗୀତା, ସକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ କରା ହବେ ।

**୩୧.**

## **ଯୁଗୋପଯୋଗୀ, ପରିକଳ୍ପିତ, ପରିବେଶ ବାନ୍ଧବ ଆବାସନ ଏବଂ ନଗରାୟନ ନିତିମାଳା ପ୍ରଣୟନ ଓ ବାସ୍ତବାୟନ:**

ଜାତୀୟ ମହାପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଣୟନେର ମାଧ୍ୟମେ ଗ୍ରାମେ କୃଷି ଜମି ନଷ୍ଟ ନା କରେ ଏବଂ ନଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମବଧମାନ ଚାପ ହାସ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ପରିବେଶ ବାନ୍ଧବ ଆବାସନ ଓ ନଗରାୟନ ନିତିମାଳା ଗ୍ରହଣ ଓ ବାସ୍ତବାୟନ କରା ହବେ । କୋନ ନାଗରିକ ସାତେ ଗୃହିଣୀ ନା ଥାକେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାଯକ୍ରମେ ଦେଶେର ସକଳ ଦରିଦ୍ର ଜନଗୋଟୀର ଆବାସନ ନିଶ୍ଚିତ କରା ହବେ ।



১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে  
বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান  
**জনাব তারেক রহমান**  
কর্তৃক জাতির সামনে উপস্থাপিত  
রাষ্ট্রী কাঠামো মেরামতের

# ৩১ দফা

রাষ্ট্রী কাঠামো মেরামতের এই ৩১-দফা রূপরেখা শহীদ রাষ্ট্রী পতি  
জিয়াউর রহমান ঘোষিত ১৯-দফা, দেশবেণী বেগম খালেদা জিয়া  
ঘোষিত বিএনপি'র ভিশন-২০৩০, এবং জনাব তারেক রহমান  
ঘোষিত ২৭-দফা কর্মসূচির আলোকে যুগপৎ আন্দোলনে শরিক  
সকল রাজনৈতিক দলের একত্বের ভিত্তিতে সংশোধিত ও  
সম্প্রসারিত রাপে প্রণীত।



বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

